দৈনিক ইনকিলাব

তাং 22 ...

পৃষ্ঠা ... ... ৬ কলাম ৩ ...

৫২ প্রকৃ ১০২৪৫ং

64

শিক্ষাঙ্গন

সমস্যা ঘেরা একটি স্কুলের কথা

রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠেখমীরপুর ১ নম্বর সেকসনের বাস স্ট্যাণ্ডের সম্মুখে অবস্থিত "মীরপুর বেঙ্গলী মিডিয়াম হাই স্কুল"। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সামান্য কিছু ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষকের সমন্বয়ে টিনের ছাপড়া ঘরে প্রথমে ক্লাস শুরু হয়। পরবর্তীতে সংস্কারাদি করে স্কুলের সামগ্রিক রূপ পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে স্কুলটির উন্নয়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো। চতুর্দিকে প্রাচীরে ঘেরা স্কুলটিতে ১৯৮০ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক ৫ টাকা হারে চাঁদা নিয়ে টিফিন-এর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সালে স্কুল থেকে একটি আকর্ষণীয় বার্ষিকী প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই স্থানীয় অভিভাবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বেঙ্গলী মিডিয়াম হাই স্কুলের দিকে।

কিন্তু, দিন যতই যাচ্ছে স্কুলটি ততই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কয়েক বছর হলো, স্কুলের প্রাচীর ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে যা অদ্যাবধি ঠিক করা হয়নি। ফলে, ক্লাস চলাকালীন সময় এবং ছুটির আগে ও পরে অবাঞ্ছিত লোকের ভিড় জমে স্কুল আঙ্গিনায়। মাঝে মাঝে গরু চরতে দেখা যায় স্কুল মাঠে। ছেলেরা স্কুলের মাঠটি ফুটবল খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করে সকাল এবং সন্ধ্যায়। স্কুলের পশ্চিম পাশে স্থানীয় বাজার। টিফিন-এর সময় ছাত্র-ছাত্রীরা খাবার কেনার জন্য সেই বাজারের দিকে ছুটে যায়। এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমতঃ স্কুলের চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর না থাকায়। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে স্কুলে টিফিন বিতরণের ব্যবস্থা নেই বলে। উল্লেখ্য যে, স্কুলটি ১৯৮৬ সালে সরকারীকরণ করা হয়। স্কুলটির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বেঞ্চ। ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় বেঞ্চ-এর সংখ্যা নিতান্তই কম।

যার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। এই সমস্যাটি চলছে দীর্ঘ দিন ধরে। পরিতাপের বিষয় যে, এত অধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করলেও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খাবার পানির কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো অধিকাংশ সময় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে থাকে।

এই সমস্যাগুলোর আশু সমাধান হোক— এটি ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার সকল অভিভাবকের প্রত্যাশা।

—ঢালী হেলেন

আদমজী কলেজের সমস্যা

আদমজী ক্যান্টঃ কলেজটি ঢাকার একটি অন্যতম কলেজ। এই কলেজটি ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল ভাল, উপযুক্ত পরিবেশ এবং সর্বোপরি দলাদলি হয় না বলে কলেজটির সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কলেজটি বিবিধ সমস্যায় জড়িত।

প্রথমতঃ কলেজ লাইব্রেরীটির কথা বলা যায়। স্কুল ও কলেজের প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর চাহিদার তুলনায় লাইব্রেরীটি নিতান্তই অপ্রতুল। অধিকাংশ বই-ই দু'কপির বেশী নেই। ফলে, প্রয়োজনের সময়ে সঠিক বইটি অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। এখানে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তিতল ভবনের এই কলেজটির দোতলা ও তিন তলার কার্নিশ নেই। ফলে, বৃষ্টি হলে উভয়তলার বারান্দা পানিতে ভিজে যায়। তখন চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে যায়।

কলেজের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, যাতায়াত ব্যবস্থা। বর্তমানে নিউ এয়ারপোর্ট রোডে রিকশা চলাচল বন্ধ করায় ক্যান্টনমেন্টের বাইরের এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াত সমস্যায় ভুগছে। কলেজের নিজস্ব দু'টি বাস থাকলেও তা স্কুলের ছাত্রদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। অতএব, এই কলেজের জন্য আরেকটি বাস প্রয়োজন।

কলেজের এই সম্যাগুলোর প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে আশা করি।

—ফেরদৌসী কানিজ লিপী